উপদেষ্টা
ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী
ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ডঃ হুমায়ুন আহমেদ
ডঃ ভূঁইয়া ইকবাল
সম্পাদনা উপদেষ্টা
মোঃ আবদুল কাদের
সম্পাদক
এস,এ,বি,এম, বদরুদ্দোজা
নির্বাহী সম্পাদক
আজম মাহমুদ
সহযোগী সম্পাদক
প্রকৌশলী দেলওয়ার হোসেন আজাদ
প্রধান নির্বাহী
ভূঁইয়া ইনাম লেনিন
সহকারী সম্পাদক
মইনউদ্দীন স্বপন
মুঃ তারেকুল মোমেন চৌধুরী
সম্পাদনা সহযোগী
☐ শেখ এ. শাহীদ ☐ আহমেদ হাসান
☐ এরশাদুল হক ☐ এইচ এস ফিরোজ
☐ জহিরুল করিম ☐ মোঃ জিয়াউদ্দিন
☐ লীনা ইনাম ☐ রেহানা আখতার
☐ সিদারুল ইসলাম ☐ শম্পা মাহমুদ
বিদেশ প্রতিনিধি
তানভীর আহমেদ লেদিন — আমেরিকা
ডঃ খান মনজুর-এ-খোদা — কানাডা
ডঃ এস, মাহমুদ — বৃটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী — অষ্ট্রেলিয়া
এ.এস.এম. আশরাফুল হক — চীন
মোঃ মোতাফিজুর রহমান — পাকিস্তান
হারুনুর রশিদ — জাপান
আবুল কাশেম মিয়া — জাপান
এস, ব্যানার্জী — ভারত
আঃ ফঃ মোঃ শামসুজ্জোহা — সিংগাপুর
মোঃ জাহিদুর রহমান — মালয়েশিয়া
এন,এম, আমাল — সুইডেন
মোঃ হাফিজুর রহমান — হল্যান্ড
নাছির উদ্দিন পরভেজ — মধ্যপ্রাচ্য
গ্রাফিক্স ঃ ঢাকা কম্পিউটার ক্লাব লিঃ
কমপিউটার কম্পোজ ঃ
কমপিউটারলাইন
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫।
ফোন ঃ ৮৬৬৭৪৬, ৫০৫৪১২ ফ্যাক্স ঃ ৮৬২১৯২
মুদ্রণে ঃ ক্যাপিটাল প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লিঃ
৫০-৫১, বেগম বাজার, ঢাকা।
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক
নাসরিন আক্তার শিল্পী
উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থাপক
এম. এ. হক অনু
প্রকাশক ঃ নাজমা কাদের
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫।
ফোন ঃ ৮৬৬৭৪৬, ৫০৫৪১২; ফ্যাক্স ঃ ৮৬২১৯২

গ্রাহক হতে হলে

দুই বছরের জন্য (রেজিষ্ট্রি ডাকে) তিনশত টাকা, এক বছরের জন্য(রেজিষ্ট্রি ডাকে) দুইশত টাকা, ছয় মাসের জন্য (রেজিষ্ট্রি ডাকে) একশত দশ টাকা নগদ, মানি অর্ডার, চেক, ব্যাংক ড্রাফট-এ "কমপিউটার জগৎ" নামে ১৪৬/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

সম্পাদকের দফতর থেকে

মাসিক কমপিউটার জগৎ
আগস্ট ১৯৯৫

উইন্ডোজ ৯৫ উৎসবে বাংলাদেশ নেই

২৪ আগষ্ট জগৎ কাঁপিয়ে দশ কোটি ব্যাবহারকারী ও ১৩০ বিলিয়ন ডলারের তথ্য প্রযুক্তি শিল্পকে বদলে দিতে পিসির নতুন অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ ৯৫ সারাবিশ্বে একযোগে ব্যবহার ও অপারেশনে আসছে। শিক্ষা-গবেষণা-যোগাযোগ-কেনাকাটা-ব্যাংকিং লেনদেন ইত্যাদি যাবতীয় কাজ নিতান্ত ঘর গেরস্থালীর কর্মকান্ডের পর্যায়ভুক্ত হয়ে বিশ্বের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের উন্নততর প্রযুক্তির আনন্দময় ভুবনে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পাশ্চাত্যে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন হতে প্রাচ্যের নেপালের রাজধানী এমনকি দুরপ্রাচ্যের দ্বীপমালা অবধি ঈদ বা ইংরাজি নববর্ষের মত আনন্দের ঢেউ বইছে বেশ কিছু দিন ধরে। ব্যানার ফেস্টুন ঝুলছে নেপালের রাস্তায় রাস্তায়। অসমর্থিত খবরে বলা হচ্ছে, কমপিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি সাম্রাজ্যের একালের মহানায়ক উইন্ডোজ ৯৫ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফট প্রধান বিল গেটস নেপালে আসতে পারেন আগামী শরৎকালে। তথ্য প্রযুক্তির এই তরুণ আলোকজাভারের সম্মান আজ বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রপ্রধানের থেকেও বেশি। দুনিয়াজোড়া এই আলোড়নের মধ্যে বাংলাদেশ তার রাজধানীসহ মধ্যযুগের কোন অন্ধকূপের মতো পড়ে আছে বেখবর। আমাদের সরকারপ্রধান, রাষ্ট্রপ্রধান ও মন্ত্রীরা কমপিউটারের সভা সমাবেশে গিয়ে শ্লোগানের মতো "কমপিউটার ছাড়া চলবে না" বলে যাঁরা রুটিন বক্তৃতা করেন, তাঁদের কাছেও হয়তো এর কোনো খবর পৌঁছেনি।

এশিয়া উইক জানিয়েছে, তাইওয়ান, কোরিয়া, সিংগাপুর যে বিস্ময়কর অগ্রগতি অর্জন করেছে তার মূলে কমপিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তির অবদানের কথা স্বীকার করেছেন বিশ্বের সেরা অর্থনীতিবিদরা। আশির দশকের গোড়ার দিকে শুরু হয়ে বাংলাদেশে ১৯৯৫ পর্যন্ত মাত্র ২৫ হাজার পিসি বসেছে। আর ভিয়েতনামে কমপিউটার বসতে শুরু করেছে মাত্র দু'বছর আগে। দু'বছরে যে ৬০ হাজার কমপিউটার বসেছে ভিয়েতনামে তার মধ্যে ৪০ হাজার কমপিউটার বসেছে গত এক বছরেই। সেখানে সব ভুলেই কমপিউটার বসছে এবার। ১২৯ ডলার মাথাপিছু আয়ের দেশ ভিয়েতনামে মাথাপিছু আয় আর দু'বছরের মধ্যেই যখন বাংলাদেশের পাঁচগুণ হয়ে উঠবে তখন এদেশের শিক্ষিত ও নিরক্ষর মানুষ বুঝতে পারবেন- এই বেখবর সরকারী ব্যবস্থা দেশকে কীভাবে নিশ্চল করে রেখেছে।

উইন্ডোজ ৯৫ নতুন আহামরি তেমন কোন প্রোগ্রাম নয়। এটা মেকিনটোশের মতোই ইউজার ফ্রেন্ডলি এবং এতে বেশ কিছু আকর্ষণীয় ফীচার যুক্ত হয়েছে মাত্র। কিন্তু বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত কোটি কোটি পিসির ৮০% ভাগেই যেহেতু মাইক্রোসফটের অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহৃত হয় সেহেতু নতুন শতাব্দী লাভের মতো কমপিউটার বিশ্ব উইন্ডোজ ৯৫ নিয়ে উৎসবমুখর। বাংলাদেশে এ প্রযুক্তি ও কমপিউটার বেচে যাঁরা খায়, আশ্চর্য, উইন্ডোজ ৯৫ নিয়ে তাঁরাও কোনো টু শব্দটি করেননি।

কী নিদারুন, দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্যে বাংলাদেশের ভবিষ্যত আটকা পড়েছে, তা এ ঘটনা থেকেও বোঝা যায়। নতুন যুগ নির্মাণ করার ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি ও কমপিউটার সবচাইতে বড় অবদান রাখবে—একথা বিগত চার বছর ধরে কমপিউটার জগৎ বলে আসবার পরেও এখানে একটা তথ্যপ্রযুক্তির কালচার গড়ে তুলতে পারেনি সরকার। শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত লাখ লাখ তরুণের জন্য অর্থবহ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাময় শিল্পকে অবকাঠামো প্রদানের একটি সুষ্ঠু প্রযুক্তিনীতি উচ্চ প্রযুক্তির ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতাপূর্ণ নয়া একুশ শতকে প্রবেশের প্রাক্কালে এ জাতির ভাগ্যে জোটেনি ; বরং ভ্যাট-ট্যাক্স-যাত্রা কেনাবেচার একটা নিম্নবুদ্ধির আমলা-সওদাগরির আবর্তে এই প্রযুক্তিকে বন্দী করে ফেলা হয়েছে। দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার লেশমাত্রহীন ক্ষুদ্রতার রাজনৈতিকতায় ও প্রযুক্তি হীনতায় জাতির ভবিষ্যতকে এভাবে বন্দী করে করে দুশো বছর ধরে এ জাতি নিশ্চল। সরকারই দাবী করেন, কমপিউটার কাউন্সিলে তারা দুজন বিজ্ঞানী মন্ত্রীকে রেখেছেন কমপিউটারের গুরুত্ব অনুধাবন করে। তার ফলাফল আসলে শূন্য। সরকার কমপিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপারে কতটুকু মনোযোগী, বাজেট বক্তৃতাই তার প্রমাণ। এটিতে তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রযুক্তি সম্পর্কে একটি শব্দও নেই।

ধারণ করার শক্তিটা মগজের কাজ। ওটা না থাকলে কোনো অগ্রগতি ও সংস্কৃতি যে জন্মায় না উইন্ডোজ ৯৫ নিয়ে নীরবতা আবারও তা প্রমাণিয়ে গেল।

লেখক সম্পাদক ঃ ☐ রেজাউল করিম ☐ আবদুল হালিম ☐ গোলাম নবী জুয়েল ☐ মোঃ হাসান শহীদ